

আধুনিক  
মণিপুরী  
কবিতার

অনুবাদ গুচ্ছ

অনুবাদক :

খৈর উদ্দিন চৌধুরী

ও

শৌগাইজম ব্রজেশ্বর সিংহ



ଆଧୁନିକ  
ଅଗିମୁକ୍ତୀ କବିତାର  
ଅନୁବାଦ ଶୁକ୍ଳ

୧୯୭୭ ଇଂ

প্রচ্ছদশিল্পী : মুকুন্দ দেবনাথ ।

শ্রীইকুবম চন্দ্র সিংহ  
সম্পাদক, নোংপোক মৈত্রা, শিলচর ।

14794

শ্রীকমলেন্দু ভট্টাচার্য  
শপথ মুদ্রণিকা, শ্যামাপ্রসাদ রোড, শিলচর ।

বাঁধাই : হিন্দুস্থান ষ্টোর্স  
শিলংপট্টি, শিলচর ।

মূল্য : তিন টাকা ।

---

The poets who encouraged us from Manipur deserves heart-felt thanks from the translators of this book.

## — ৪ সূচীপত্র ৪ —

১। আধুনিক মণিপুরী সাহিত্যে কবিতা	১—১২ পৃঃ
২। খৈর উদ্দিন চৌধুরীর কবিতা	১৩—১৪ পৃঃ
৩। লাটপ্রম সচচৈন্দ্র সিংহের কবিতা	২৫—৩২ পৃঃ
৪। ত্রীমলেন্দ্রম ইবোংচা সিংহের কবিতা	৩৫—৪০ ”
৫। ত্রীশাগোলশেম ধবল সিংহের কবিতা	৪১—৪৮ ”
৬। ইবোপিশকের কবিতা	৪৯—৫৪ ”
৭। ত্রীবীরেণের কবিতা	৫৫—৬০ ”
৮। মধুবীরের কবিতা	৬১—৬৩ ”
৯। নীলকান্তের কবিতা	৬৪—৬৯ ”
১০। শৌগাইজম ব্রজেশ্বর সিংহের কবিতা	৭০—৭৬ ”

---



## আধুনিক মনিপুরী সাহিত্যে কবিতা ।

উত্তর ভাৰতের আলো বাতাসে সমৃদ্ধ বাংলা, অসমীয়া, হিন্দি. উর্দু  
প্রভৃতি সাহিত্যের সঙ্গে সাহিত্য পিথ ভাৰতবাসীর পরিচয় সাহিত্যের  
ইতিহাসে পুরানো বললেও চলে । কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ ; নজরুল  
থেকে জীবনানন্দ; গালিব; ঠেকব'স থেকে শাঈর লুধিখানী; প্রেমচাঁদ থেকে  
বচন, দেব বরুয়া, ত্রেম বরুয়া থেকে যোরহাট জে. বি কলেজের অস-  
মীয়া বিভাগের প্রধান সৈয়দ সাজ্জাদবাব অমর লেখনী থেকে নিঃসৃত সৃষ্টি  
আকর্ষণ পান করে আলস্য ভরে নন্দিনী সাত পাখীর দৃশ্য কণ্ঠের সমাল-  
বাদ ধর্মিত লেখনীর দিকে কখনও চোখ ফিরিয়ে থাকেন । উদয়  
ভাৰতের এই অমর সাহিত্য গোষ্ঠীর ভাষা থেকে সম্পূর্ণ স্বল্প ভাৰতের  
ভাব একটি সাহিত্য লোক মনন অন্তরালে ধীরে ধীরে বিকশিত হা-  
ছিল, তার খবর আমরা খুব কমই বেখেছি বা আদৌ রাখিনি । সম্প্রতি  
কুঞ্জ মোহন, মহারাজ কমানী বিনোদিনী, পাচা প্রভৃতি সাহিত্য জগৎ  
একাডেমী পবন্যর লাভ করে মনিপুরী সাহিত্যকে ভারতীয় সাহিত্য  
সমাজে এক অভিনব আসন দান করেছেন । এই নমস্কা সাহিত্যিকদের  
স্বাক্ষর জাম ও সাধনার কথা অবিস্মৃত মনিপুরী সাহিত্য জগৎ সচিব  
স্মরণ করবে । আজ মনিপুরী সাহিত্য নিজস্ব বৈচিত্র্য ও স্বকীয় রূপ  
নিয়ে ভাৰতীয় সাহিত্য জগতে নিজস্ব পরিচয় দিতে সক্ষম । গতকালের  
গামাণ্ডি দেওয়া এক সাহিত্যের এই সাফল্য অর্জন সত্যই গৌরবের  
যোগ্য ।

ছই

প্রাকৃতিক পরিবেশে. সামাজিক অবস্থানে, ও ঋতু বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে মনিপুর এক ঐতিহ্য মণ্ডিত প্রদেশ। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গভুক্ত বীর টিকেন্দ্রজিতের এই মনিময় দেশ— মনিপুর, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ কৃষ্ণমুক্ত হয়ে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে সর্দার পেটেলের কেন্দ্রীকরণ নীতির ফলে শিলং এর সাক্ষাৎকারে মনিপুরের মহারাজ বুদ্ধেন্দ্র সিংহ ভারতীয় কেন্দ্রে যোগদানের স্বাক্ষর করেন। সেই দিন থেকে মনিপুর ভারতের অঙ্গরাজ্য। অঙ্গরাজ্য হিসাবে মনিপুরের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সর্বভারতীয় ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। ভারত এক বিচিত্র দেশ। ভিন্নতার মধ্যে ঐক্যই এই দেশের বৈশিষ্ট। মনিপুর ভাষায়, পাপা যানে, স্বভাবে, রীতি-নীতিতে ভিন্ন হয়ে ও এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে লীন হয়েই রইল। ভিন্ন ফুলের মালার মাঝে একটি মালিকা হয়ে নিজেকে বিলিয়ে দিল জনগণ মন ভাগা বিধাতার কাছে দেশ জ. ১৯৪৯।

চতুর্দিক থেকে নীলাসী হাড বেলা, লোকভাক হৃদ শোভিত কাবুলিয়া গাহের ঋজুতা সঙ্গ, হাসি-খুশী প্রিয় মনিপুরী জাতির এই দেশ ভারতের পূর্ব সীমান্ত অবস্থিত। সূর্যের কমল ফোটা এই উপমহাদেশে সর্ব প্রথম এই প্রদেশেই পৌঁচায়। এখানে হিন্দু, মুসলিম নাগা কুকীগ ভাই-ভাইয়ের মত বাস করে। এখানে সংখ্যানুসারে সম্প্রদায়ের আলিমুদ্দিন, সাইজারা ও গুণা মন্ত্রী প্রিয় বর্ষ্য নি পোক, বহু সম্প্রদায় সম্মিলিত ভারতবর্ষের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ এই প্রদেশ। এখানে দেবোৎস পাখীনা, নেচে বেড়ায় কাবুলিয়ার ডালে ডালন, সরোবর গুলিতে ভ্রমর গুঞ্জরণ করে পদ্ম ফুলের কাশন কানে, পাখি ঘটে যখন সেখানে রবেরং এর ফুলের চড়াছড়া। হাসি-খুশীপ্রিয় সঙ্গল জনতার প্রিয় নাট্যকার জে, সি, তোংব্রার হাশ্ব কৌতুক ভরা নাট্যাভিনয় হয় গ্রামে-গঞ্জে, শহরের গলিতে, পথে ঘাটে। প্রানের বেলা যেন সর্বত্রই। এই মনিপুরী জাতির সাহিত্যের বহুস ঐতিহাসিকরা নির্ধারিত



করুন। আমি শুধু আজ তাদের প্রানের প্রাচুর্য্যকেই দেখব সাহিত্যের মুকুটে এবং তা ও প্রানের ভাষা কবিতার মাধ্যমে। কবিতা প্রানের না বলা কথা; মরমের গাথা। আমার বক্তব্য শুধু আধুনিক মনিপুরী মানষকেই কেন্দ্র করে। মনিপুরী কবিতার অতীত যুগের সহিত আমার পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা হইতে আধুনিক যুগের সহিত আমার পরিচয়কে ঘনিষ্ঠতর বলতে হয় বইকি।

গত বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মানব জীবনের মূলাবেশ ও তার ধান ধারনায় আশা ভরসায়, আদর্শ ও দর্শনে এক বৈপ্রবিক পরিবর্তনের তাগত বহুতে আরম্ভ করেছিল। তার প্রভাব সামাজিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক এমন কি ধর্মবোধে এক বিপ্লবের ঢেউ খাল দিচ্ছিল। পুণ্ড্রাজনীয় জিনিসের মূলা বৃদ্ধি, জন সংখ্যার বিস্ফোরন, বেকার সমস্যা, উপাদানের ক্রমবর্ধমান হাস, যুদ্ধ, ঠাণ্ডা লড়াই, অসহন্য এবং কীর্তিকার সন্ধানে ক্রমধার পতিসাগীতা আত্মদিককে আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি মানসের এক মানসিক দুর্বলোগ্য ব্যাধির কবলে পৌঁছে দিচ্ছিল। সার্থ সার্থ এক ব্যক্তি মানসের উদবে জামানদের প্রাচীন মূলাবোধ, সত্যনিষ্ঠ, সত্য-ভক্তিশীলতা, ধর্ম বোধের আত্মতৃষ্টি, ঐদার্যা ও সঠিক রাই, বাবস্তাব ভুল-বাজির মত অস্বর্ধন আত্মদিককে হতাশ ও নিরাশ করেছে। এই হতাশা ও নিরাশান মনের সত্যসঙ্গ কে নবীন সম্প্রদায় কখন ও রতকণ্ঠে, কখনও মধুর ভাষনে আত্মদিককে বস্তু সর্বজন, সনেশার ঘোর কাটাতে পুষাস পেষেছিল। পুণ্ড্রের আত্মস্ব অর্থ্যাৎ কবিতায় য'বা তারিয়ে যাওয়া মূলাবেশের জন্য অস্বপ্ন করেছেন য' এক আদর্শের উপস্থাপন করতে চেয়েছেন তাদের মধ্যে আমার প্রিয় কয়েক জন আধুনিক কবির আলোচনার মাধ্যমে আমার আধুনিক মনিপুরী কবিতার পরিচিতি তুলে ধরতি।

কবি নীলকান্তকে মনিপুরী কবি গোষ্ঠার প্রথম আধুনিক কবি ধরেই আমাদের এই কবি পরিচিতি শুরু ক'ছি। তার কবিতায় পয়ার

ভালার সাথে সাথে হাতা-ঘাটে: ঘরে বাহিরে, হাটে বাজারের ব্যবহৃত শব্দের প্রচুর ব্যবহার পাওয়া যায়। ভবুও তাতে আধুনিক কবির নয়-ভাষণে শ্রীলতা হানির ভয় নেই। বসন্তের আমেজ আছে তার কাব্যরীতিতে। শ্রীশ্রের উকতা ও শীতের শৈভা না থাকলে ও সমাজের অধঃপতন ও নোংরামীর প্রতি অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করেন নি এমন নয়। 'শেষণ ক্লিষ্ট মানুষের এই কঙ্কাল মুরতী দেখেছ কবি, দেখেছ কি তার ভগ্ন হৃদয়? শুনার না আর তোমার বাণী, এই মধুকুঞ্জে বসে'। (ব্যখিত জগৎ)

নীলকান্তের কবিতায় ওয়ার্ডসওয়ার্থ এর লুসীকে পাওয়া যাবে। কৌত্র পর্বত শিখরের মনোরমা যেন লুসীর আপন বোন প্রকৃতিকে ভালবেসেছেন কবি নিজের সমস্ত সত্তা দিয়ে। প্রকৃতি সুরের তালে ভাল মিলিয়া কবির হৃদয় বীণা বেজে উঠে। তার মানসী মনোরমাকে কৌত্র শিখরের পর্ণ কুটীরে, প্রকৃতির বৃকে লালন পালন করেছেন কবি। প্রকৃতির নিবিড়তম বিছালয়ে মনোরমার শিক্ষা। তাই মনোরমা প্রকৃতির আপন খেলালে গড়া এক পূর্ণাঙ্গ কুমারী। কবি বলেছেন ॥

শ্রিয়ন্তমে ! তোমার কি মনে পড়ে

কৌত্র শিখরের সেই পর্ণ কুটীরটাকে ?

বিদ্রাৎ চমকে, ঝড়ের রাতে, তুমি খে আমাকে জড়িয়ে ছিলে

( মনে পড়ে কি মনোরমা )

লোকালয়ের পরিচিত বিয়হ বিচ্ছেদে কাতর কবি তার শ্রিয়াকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন প্রকৃতির শাস্ত্র সমাহিত ও পরিপূর্ণ প্রেমের কথা। কৌত্র শিখরের পর্ণ কুটীরে কবি তার মানসীকে নিয়ে ঋতু পরিবর্তনের প্রতিটি মাধুর্য উপভোগ করেছেন শ্রীশ্রের খবতাপে, বর্ষার গুরু গর্জনে, শীতের নিঃসঙ্গতার, এবং বসন্তের ফুল-সম্ভারে। নীলকান্তকে বর্তমান যুগের কবি বলা যায় যখন তিনি বলেন—

গুম্বু শৃগাল, শকুনীর দল, উড়ছে দলে দলে  
 এশিয়া আফ্রিকার আকাশে লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে  
 যুদ্ধের বলি ছুঁবল জাতির মৃত দেহের লোভে ।  
 আবার কেন এই রাষ্ট্র পুঞ্জের অর্ধোন্মিলিত পতাকা  
 গান্ধীজীর মহা প্রয়ানে , (মণিপুর)

বস্তু সর্বস্ব পশ্চিমী নেতাদের মানবতার অভিনয় রাষ্ট্রপুঞ্জের অর্ধো-  
 মিলিত পতাকার উত্তোলনকে বিক্রম করে বলছেন কবি শব দেহ লোভী  
 বিশ্বযুদ্ধের ঘটকগণকে গান্ধীর মৃত্যুতে এই শোক প্রকাশ কি তাদের  
 মনের কথা না নিছক অভিনয় ? নীলকান্তের 'চল আমরা ছুঁজনে কোথা  
 ও যাই' কাব্য গ্রন্থটির আগা গোড়া মানবতার মূল্যবোধ, আদর্শ ও  
 ধর্মের বিলুপ্তির সাথে কবি তাহার মানসীকে নিয়ে কোথাও পলায়ন  
 করার কবি মানসের আকুল প্রয়াসের কথা ব্যক্ত হয়েছে। হয়তো  
 বা শান্তি ওপূর্ণতার এক জীবনের সন্ধান পাওয়া যাবে — এখানে না  
 হয় অন্য কোথায়ও। কবির বিলাপ যেন বসন্তের ফুল বনে বাতাসের  
 একটুখানি ভোঁড়দার আন্দোলন মাত্র। নীলকান্তের এই মানসিক  
 পরিবেশে যুগের কবি সমরেন্দ্র কিন্তু দৃষ্ট কণ্ঠে বলতেন।

এক রমনী কাঁদছে, কিন্তু আয়ত্ন নাই,  
 এক বৃদ্ধ করে প্রতিবাদ, কেহই শুনছে না  
 সবাই বলছে, জানি না, জানি না,  
 দেখলে ও দেখি নাই, শুনলে ও শুনি নাই,  
 হৃদয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বিষ্ণু অবতার  
 গণতন্ত্রের গনদেবতা ও বোবার মত ।

(গোবিন্দ পণ্ডনে)

সমরেন্দ্র এই যুগের কবি। তাহার ভাষা জনতার মুখেরই কথা।  
 অলঙ্কার বিহীন, গঠনের ভাষায় আহ্বান করেছেন চাউল, ডাইল, চিনি  
 ও আলু প্রভৃতির কাল বাতায়ীগণকে ভুলে যাও তোমায়ে দয় হৃগন্ধময়

বস্তুগন্ধী মনোভাবকে । বেগিয়ে এসো নববর্ষের এই শুভ লগ্নে—

চল যাই আমরা ঐ উচ্চ শিখরে  
দেবলোকের কাছে, দেব শিশুর মত খেলি গিয়া—

নববর্ষের এই শুভ লগ্নে  
নূতন পোষাকে সাজিয়া  
সুন্দর কথা বলি, সুন্দর ভাবনা ভাবি,  
ভূলে যাই স্বার্থের কথা আজি হতে ।

(উচ্চ শিখরে উঠি)

মুনাকাবাজ বাবসায়ীদের নিকৃষ্ট মনোভাবকে কঠোর ভাষায় নিন্দা  
করেছেন

শ্রাবনের অবিরাম ধারার চারিদিকে শুধু জল  
চাউল ডাইলের দাম বাড়ছে চছ করে ।  
ধনঞ্জয়ের মনে প্যানলের সীমা নাই  
ভাষার গোদামে এবার খাসা ষ্টক  
বাবসাকে এবার মুখ উজ্জল হাব ।

. . . . .

ধূপ ধূলা দিয়ে গনেশ, লক্ষী, শিব পার্বতীর  
মন জয় করে ধনঞ্জয় ।

বাহাদুরকে বলে সাবধান হয়ে  
গোদাম ঘরের দরজাটা বন্ধ করেছ ভাল ।  
চারিদিকে ক্ষুধার্ত কুকুরের দল ঘুরছে ।  
--- --- ... ...

শ্রীশ্রীয়েনের কবিতার ভাষা আরও দৃশ্য  
ও গ্রীষ্মের দাহ নিয়ে সমাজের নোংরা ও  
কদর্য মনোভাব এবং কার্য কলাপের—  
দিকে অঙ্গুলি উঁচিয়ে দেখিয়ে দেয়—

এখন মাহুঘ হওয়ার দরকার নেই,  
হতে হবে মেঘের যে কোন উপায়ে । (মেঘের)

কংকট পাথর বাহী ট্রাকটির চাকার নীচে  
অলোর পিয়াসী ছোট্ট ফুলটির কান্না কেউ শুনেনি ।

. . . . .

ছয় ফুট লম্বা নোংরা পোষাক পড়া  
 মিশকাল দাঁতের জ্যান্তব ড্রাইভারটির  
 অট্টহাসির ত্রাসে, পথের পাশে শুয়ে থাকা  
 কুকুরটি করুণ বিলাপের নুরে কেঁদে উঠল।  
 ( একটি কুকুরের বিলাপ )

আলোর পিয়াসী ছোট্ট ফুলটিকে রোলার কর্তৃক নিষ্পেসিত হওয়াতে  
 অথবা পাথর চাপা পড়ায় সমাজের নোংরা ও হৃদয়হীন মানুষগুলির  
 প্রতীক দানব ড্রাইভারটির নৃশংসতা একটি কুকুরকেও পরাজিত করেছে।  
 তাহার অট্টহাসির চিত্রটি নির্খুন্ড ভাষায় অঙ্কন করে কবি নিন্দা করেছেন  
 শোষণ ও অত্যাচারী মানুষকে। মানবজীবনের বর্তমান রূপ অঙ্কনে  
 স্রীবীরেন—

জীবনভো একটা বিরাট কৌতুক,  
 . . . . .  
 সুন্দর অনন্দর সবই ভাবের সৃষ্টি  
 . . . . .  
 সত্য মিথ্যা ইহা ও ভাবের সৃষ্টি  
 ... ..

( হতভাগা জন্তুটির ভাবনা )

অদৃষ্টের পরিহাসকে উল্লেখ করে কবি বলেছেন তাহার 'হতভাগা জন্তুটির  
 ভাবনা' কবিতায়,

কেন চিলটি আমাকে বেধে গেল এখানে  
 শহরের এই বাস্তু রাস্তায় যানবাহনের ভীড়ের মাঝে  
 . . . . .  
 তারপর এক কদাকার ট্রাকের চাকার নীচে  
 . . . . .  
 হতভাগা ইঁদুরটি সশব্দে কেটে গেল নিষ্পেসিত হল  
 . . . . .  
 কেন ? কেন ? এমনটি ই'ল ইঁদুরটার জীবনকে নিয়ে ?

( হতভাগা জন্তুটির ভাবনা )

তুর্মূল্যের বাজারে কঙ্কালসার দরিদ্র জনতার স করুণ চিত্রাঙ্কণে  
 আধুনিক কবিদের অন্ততম কবি ইবোপিশাক্—

দলে দলে লোক ছুটে ছুরু ছুরু বৃকে,

আট

ভাষাদের স্থির দৃষ্টি রেশনের দোকানে

ঐশ্বের রক্তুরে দীর্ঘ সারির মাঝে দাঁড়িয়ে

কান্নার সুরে তারা বলতে; 'আমাকে আগে দাও'।

(ধ্বসে যাওয়া মূর্তী)

ভারপর কবি নিষ্পেষিত, শোষিত, স্কন্ধমার যুক্তি বঞ্চিত ঋণদায় প্রভ  
মনিপুরী মানসের ভিতর ও বাহিরের একটি অমর চিত্র অঙ্কন করেছেন  
ভাষার কবিতায়।

“আজকের মনিপুরী প্রজারা যেন

ধ্বসে যাওয়া প্রাচীন রাজধানী প্রাচীরের

টুকরো টুকরো ইটের ভগ্ন হৃদয় মাত্র”।

(ধ্বসে যাওয়া মূর্তী)

জীবনের মূল্যাক্রমে ইবপিশাক এর নিরাশ কণ্ঠ আমাদেরকে  
ভাবিয়ে তুলে—

নেশা মস্ত সেই কনটির নাম জীবন।

\* \* \*

সত্য ? সে তো কাগজের ফুল চেতনাহীন।

\* \* \*

এক সত্য ভাষণের জন্ম কাল সব মুখ হারালাম।

• \* \*

মজিকাটি ভাষে কণিকের নেশাভুরতার পর


হারয়ে জীবন। তুমি কি সেই নেশানুভূত কণ্ঠই ?

ধর্মের নামে অধর্ম দেখে, ব্যথিত কবি ইবপিশাক আগুল উচিয়ে  
আমাদেরকে দেখায় সমাজের বাস্তবতার ও নোংরামীকে—

পীড়কারীর দিন।

গোবিন্দের মন্দির প্রাঙ্গণে

তোমার ভক্তরা একা লীলায় মেতেছে ?



Dedicated to those  
heroes who strive hard  
to bring Emotional  
Integration in India.

এ আবার কেমনভর ভক্তির মার্গ হে ভগবান ?

• • • • •

হাজার বৈষ্ণবীর মগ্ন গায়ে

অককারে হাত বুলায়, হাজার ভক্ত বৈষ্ণবরা ।

শরভ রজনীর মত শুকরের মত

হাজার বৈষ্ণব আজ বৈষ্ণবীর মাংস উপভোগ করছে ।

• • • • •

এই মৃত্যুর পথ হাড়া জামালের উপায় কি ?

জীবনের সত্য ঘটনার বিস্তাশে অতিভৌতিক স্পর্শ দানে  
পারদর্শী শ্রীজ্ঞানেশ্বর—

শহর থেকে বাসগুলি চলে গেল

যেখানে প্রকৃতির সুখ চুঃখের কথা বলে ।

অভাব ক্লিট শিক্ষক সমাজের হান্ডকর ভাব বিলাসের  
সকরণ পরিগতি অঙ্কনে সর্ব কনিষ্ঠ কবি চৌধুরীর কয়েকটি  
লাইন উল্লেখ করার লোভ সন্দ্বরণ করতে পারছি না—



ঘরের অভাব ভুলে, জ্যোৎস্নায় মাভাল হয়ে  
 টাঁদের আলোয় খুঁজি মধু-মিতার হাসি ।  
 ছুঁছুঁমী করে মৌসুমী হাওয়া  
 আমার ছেড়া কোটটিকে খুলতে চেয়েছিল ।  
 তখন এক প্রচণ্ড শীতের শিহরণ কেড়ে নিয়েছিল  
 আমার রূপালী ভাবনার খেত পায়রা গুলিকে  
 \* \* \* \* \*  
 আমার প্রিয় বোনটির বিজ্ঞপের হাসি  
 আমার পয়ত্রিশ বৎসরের মনকে যেন  
 \* \* \* \* \*  
 এক পরিত্যক্ত ডুছুড়ে বাতীর মত নিঃসঙ্গ করে গেল,  
 শীতের শিহরনে ছেড়া কোটটাকে আঁকড়ে ধরলাম  
 তখনই মনে পড়ল, আমার স্ত্রী ও পুত্রের কথা ।

আধুনিক মনিপুরী কবিতার পরিচয় কতখানি দিতে পারিযাছি জানি না ।  
 তবে আমার বিশ্বাস কবি মানসের টুকরা টুকরো পরিচয় দিতে পেরেছি ।  
 যুগে যুগে দেশে দেশে, কবিদের জন্ম হয়েছে । তাহাদের ভাবনার নীল  
 আকাশে সকলেই চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারার মত নিজ নিজ ক্ষেত্রে ভাস্বর  
 এবং সত্য এক । শুধু ভাষার পার্থক্য ছাড়া, কবিদের মন এক ।  
 তাহারা সকলেই প্রাণের কথা বলছেন কখন ও রুদ্র হয়ে আবার কখন  
 ও কোমল হয়ে । মনিপুরী কবিদের ভাষনা তাহার যুগের সমাজের,

ব্যক্তি মানসের, আশা-নিরাশার, নীতি ও আদর্শের জগতে লীলায়িত, আনন্দোন্মিত হয়ে কখন ও হাসছে; কখন ও কাঁদছে। এই ক্ষেত্রে বিশ্বের যে কোন কবিদের সাথে তাহারা এক ও অভিন্ন।

বাংলা ভাষাভাষী পাঠক সমাজকে আধুনিক মণিপুরী কবিদের পরিচয় দানে শ্রীত্রৈলোক্যের এবং এই কথিকার লেখক চৌধুরী সাহেবের এক অভিন্ন প্রচেষ্টা তাহাদের আধুনিক মণিপুরী কবিতার অনুবাদ গুচ্ছটি কবিষয়ের এই মহতী প্রচেষ্টা পাঠক সমাজের সহানুভূতির অপেক্ষা রাখে। এই প্রচেষ্টা যদি ভাব জগতের ঐক্য আনিতে সাহায্য করে, কবিষয়ের প্রচেষ্টা সফলমণ্ডিত হইবে। আশা করি তাহাদের এই অনুবাদ গুচ্ছটি বাঙ্গালী পাঠক সমাজকে নতুন রকম পরিবেশনে- সাহায্য করিবে। জয় হিন্দ!

শৈরভিদিন চৌধুরী



খৈৰউদ্দিন চৌধুৰী

## ফণিকা

জীবনের হাসি-অশ্রুর এ সবুজ প্রান্তরে  
 পূর্ণিমার সেই শুভ্র পবিত্র তিথিতে  
 পল্লী-জননীর আত্মকানন পারে  
 আলোছায়ার রহস্যময় ইস্ত্রজালে  
 মন্ত্র মুগ্ধ কর্ণে তুমি বলেছিলে,  
 জীবনে মরণে তুমি যে আমার প্রিয়  
 প্রদীপের সাথে আলোর মত  
 থাকি যেন চিরদিন, তোমার সাথে ।

বিগত বসন্তের কোন এক মনঃকণে,  
 কাণ্ডের আগুন লাগা সেই কাননে  
 বাহুলতা জড়ায়, সঘন নিঃশ্বাসে নিবিড় চুম্বনে,  
 কানে কানে রুমি আমায় বলেছিলে,  
 হাসি অশ্রুর এই মধুমালঞ্চে  
 হাসব কাঁদব আমরা একই সুরে ।

সুনীল আকাশের নোচে, সেই নদীতীরে,  
 লতায় পাতায় ঘেরা সেই পর্ণ কুটীরে  
 সূর্যাস্নাত সুদূর পাহাড়ের সেই নীলিমায় চেয়ে  
 পরম তৃপ্তির সাথে বলেছিলে তুমি,  
 সার্থক এ জনম আমার তোমাকে পেয়ে,  
 হাসি আর অশ্রুর এ মধুমালঞ্চে ।

কিন্তু হায়! দৈবের একা অভিশ্রায়  
 অজ্ঞানশ্বে এল সেই স করুণ দুঃসময় ।  
 নিভে গেল আমার সেই প্রদীপের আলো;  
 বালুচরে রচেছিলাম সেই মধুস্বপ্ন  
 ব্যর্থ জীবনের এ পায়ান তটে উর্ষ্বী-মালার মত  
 করুণ কেঁদে, হেরে গেল, সে আমার, অনন্ত অশ্রুর দরিদ্রায়

## রৌশন্ এর অভিষেক

জনক জননীর জীবন অরণ্যের গহন তিমির আধারে  
 আশা-নিরাশার সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে  
 ফেরেস্তাসম রৌশন্ আমার উকি দিল বুঝি ঐ  
 হাসি অশ্রুর ফুল বাগিচার, মোদের কুটীর প্রান্তে ।  
 ক্ষণ মকর চক্র বৃকে এল বন্নি আজ মধু বসন্ত ।  
 পিঙ্গাসী বুল বুল গেয়ে উঠে ঐ বিরহী মরুস্থানে ।  
 ফুলবনে আজ এত আনন্দ ! বুঝিবা কাহার ও অভিষেক !

ওগো বিহঙ্গী ! চিব আনন্দ নন্দিনী,  
 ক্ষণ বাগিচার চিবমোবনা মধুপ সঙ্গিনী,  
 মিষ্ট হৃৎসির চুপ্তী মী ভরা, নীল আকাশের তারারা,  
 কলনা দিনী'দ্রললীকচ্যা, মধুভাষিণী বরণারা,  
 ছব প হ ডের নীলার সাখী, সবুজ বনানী তরণী  
 চন্দ্র সূর্য্য-গ্রহ ভাব, ধরণী মায়ের নয়ন মণিরা  
 এসো, এসো, ভাই বোনেরা  
 মূর্ত্ত্ব কর আজি অভিষেক মোর সন্তানের ॥

জনক- জননীর নয়নের জ্যোতি—রৌশন্ ।  
 দুইটি হিষার যুগ্ম প্রাণেব তুমি যে মধু স্পন্দন,  
 পৃথিমার চাঁদ হার মানে তোর স্নহামাথা মুখ চেয়ে ।  
 সূর্য্যত শুধু ধরণীর আলো  
 তুমি যে জীবন জ্যোতি,  
 জনক-জননীর প্রাণের প্রাণ  
 তুমি যে অতুল ভূবনে ।

মানব-মানবীর পর্গকুটীরে তুমি যে দীপ,  
 জীবন রন্ধের অন্তত ফল-তাদের সার্থকতা,  
 হাসি-কান্নার জীবন মালঞ্চ, সবুজ পত্র মাঝে,  
 ধীরে ধীরে তুমি বিকশিত হও  
 সৌরভে আর মাধুর্য্যে । ধাতু হউক, এ জীবন ।

## জীবন-তোমাকে আমি দেখেছি

ওগো জীবন ! তোমাকে দেখেছি আমি  
কুমড়া গাছের ঝরা পাতায়,  
নোংরা শহরের এই গর্তের ধারে  
সবুজ শীম গাছের পাশে  
ভিলে ভিলে ঝরে যেতে দেখেছি তোমায় ।

প্রতিদিন পরিচিত পাথর ধারে  
ভিলে ভিলে মরতে দেখেছি তোমায়,  
নোংরা শহরের গর্তের ধারে,  
একটি কুমাবী শীম গাছের পাশে ।  
সবুজ যৌবন আর অকালে ঝরে যাওয়ার  
নির্ম্মম ব্যবধান দেখেছি—  
দেখেছি শহরের নোংরা গর্তের ধারে ।

হে জীবন ! দেখেছি তোমাকে আমি  
অকালে ঝরে যাওয়া কুমড়া পাতায়  
নোংরা শহরের এক গর্তের ধারে  
ভাঙাকাঁচ আর আবর্জনার মাঝে ।  
প্রাণহীন শহরের পাথরের বুকে,  
জীষিকার উপাদান অযুত বিতনে  
ধীরে ধীরে মরে যেতে দেখেছি তোমায় ।

## সতের

ওগো ভীম ! কী কঠোর তোমার মায়া  
হাসি-অশ্রু এই মালকে নেই অবকাশ,  
তিলে তিলে ঝরে যাওয়া জীবনের কথা রচিবায়  
তাই লিখি, জীবন-মৃত্যুর এই নাট্যশালায়  
নেই অবকাশ শুধু মৃত্যুর কথা রচিবায়  
তাই শুনি অমৃতের গান, মৃতের মিছিলে ।



## একটি তাল গাছ

বুগ বুগ ধরে বুড়ো তাল গাছটি

দাড়িয়ে আছে আমার বিচারক বন্ধুর বাতীর সামনে,  
শহরের এই প্রান্তে যেখানে কোলাহল কম ।

সভ্যতার ইতিহাসের প্রাচীন ছাত্র,

তোয়েনবীর প্রিয় শিষ্য বুড়ো তালগাছটি

এই শহরের উত্থান-পতনের নীরব সাক্ষী ।

অনভিদূরেই একটি সমাধি,

মাঝে ইতস্ততঃ বিক্রিপ্ত করেকটি দালানবাড়ী

কোনটাতে মানুষ থাকে, কোনটাতে পণ্ডিতবা ।

মনে হবে অস্বাভাবিক কোন ভাস্করের

খাম খেরালের পশ্চ'দভূমি এই স্থান ।

যরগুলি অর্ধসমাপ্ত ও বিক্রিপ্ত,

মালিক গুলির অবস্থাও ভেয়ানি মনে হয়—

কোথাও যেন একটি ছিম-ছামের অভাব ।

বুড়ো তাল গাছটি নীরব দর্শক

এবং এই অঞ্চলের উত্থান-পতনের সাক্ষী ।

সরলভাইকে বুদ্ধিমান ভ্রাতার প্রতারণা,

অক্ষমকে ক্ষমতার নিশ্চয় পরিহাস,

তার পর অপমানিতের নীরব অশ্রুবর্ষণ ।



## উনিশ

কমতার ও সামর্থ্যের ক্ষণস্থায়ী আশ্ফালন  
ভারণের স্ফীতকার বেলুনটির চূর্ণশে বাওয়া  
শূন্যতা এমনকি ব্যক্তিত্বের নবজন্ম ।  
কতকিছুই ঘটে গেল কিন্তু তখন ও নির্ঝাক তালগাছটি ।

চাঁদের আলোর মসজিদের চুনকামকরা গম্বুজগুলি  
শ্বেত-শুভ্র গাভীর্যে দাঁড়িয়ে আছে  
তালগাছটির উচ্চতাকে য্লান করে ।

কর্মক্রান্ত শহরবাসীরা নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেছে  
শুধু আমি গরীব শিক্ষক, এখন ও পথে পথে ঘুরছি  
ঘরের অভাব ভুলে, জ্যোৎস্নার মাভাল হয়ে  
চাঁদের আলাষ খুঁজি মধুমিতার হাসি ।

তপ্তমী করে মৌসুমী তাওয়া

আমার ছেড়া কোটটিকে খুলতে চেয়েছিল ।  
তখন এক প্রচণ্ড শীতের শিহরণ কেড়ে নিয়েছিল  
আমার রূপালী ভাষনার শ্বেত পাষরাগুলিকে ।  
মিতার কমনীয় প্রিয় মুখখানি হাগিয়ে গেল  
কোথাও যেন চাঁদের আলোয় ।

ছোট বোনটির মুক্তামাথা হাসি  
কৈশোর-যৌবনের এক সবুজ বৃন্দে  
অপূর্ব স্মৃতিমাথা সেই নির্মল হাসি

কাকলির মত সেই মিঠুল কণ্ঠে,  
 বিদ্রুপ করে যেন বলে যায়—  
 মাফটার মশাই, আপনি কতইনা বোকা?  
 লোকালয় ছেড়ে চাঁদের খালোর  
 মিথ্যা খুঁজেছেন আমার কপ  
 আমি যে তোমার হৃদয়ের কোণে, কুন্দকলি।  
 মড়্ মড়্ বরে বরে পড়ল, একটি বুদ্ধ পত্র.  
 অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি ভালগাছটির নীচে।  
 একী বিপর্যয় ঘটে গেল, আমার দেহ ও মনে।  
 শিশির বিন্দুব পতন যেন তৃণপত্র থেকে,  
 আলোর অন্তর্ধান যেন সূর্যাস্তের সাথে।  
 আমার পয়ত্রিশ বছরের মনকে যেন  
 পরিত্যক্ত ভূতুড়ে বাড়ীর মত নিঃসঙ্গ করে গেল  
 আমার শ্রিয় বোনটির বিদ্রুপ হাসির মরীচিকা।  
 শীতের শিহরণে কোটটাকে আঁকড়ে ধরলাম,  
 তখনই মনে পড়ল, আমার স্ত্রী ও সন্তানের কথা।

## আমাত্ৰ প্ৰিয় গানটি

তখনও প্ৰভাতের কনক আঁচ,  
 সবুজ পৃথিবীর ভোৱেৰ আসবে  
 আমলিত হৰেও আসেনি ।  
 পল্লী ও শহৰেৰ মিলন ভূমি  
 নীৰব সেই পথে আমি একা  
 প্ৰাতঃভ্ৰমণে ৰেৰিয়েছিলাম ।  
 শ্যামল পত্ৰেৰ ফাঁকে ফাঁকে  
 চূণ-কাম কৰা বাডীগুলি যেন  
 হাতছানি দিয়ে ডাকছে আমায় ।  
 মন্ত্ৰমুগ্ধ পথিক আমি ।

ভানিনা কখন সূৰ্য্যাস্তিৰ  
 প্ৰথম পৰশ পেয়েছিলাম,  
 নাম না জানা এক গানেৰ কলি  
 হৃদয়মথিত কৰে গুন্, গুন্ গেয়েছিল,  
 কিন্তু ছিলনা কোন ধ্বনি ।

পৰকণে দেখি ঘাসেৰ উপৰে হাজাৰ শিশিৰ বিন্দু  
 কনক আভায় ঝল্‌মল্‌ হৰে গেয়েছিল সেই গান

যে গান আমি অনেক করে ও গাইতে পারিনি তখনও ।  
 অপসক চোখে দেখেছি আমি সেই অপূর্ব শোভা  
 তারপর আমি সম্বর্ণে এনেছি হৃদয়ে পুরে  
 অশ্রু ভেজা আমার সেই গানের কলিতিকে ।

হার ! একী অপূর্ব পরিণাম !  
 প্রভাত বায়ুর পরশ মাগিয়া  
 ভোরের পথে বেরিয়েছিলাম  
 কিন্তু হার ! বন্দী হইলাম শিশির বিন্দুর গানে ।  
 প্রতি মুহূর্তে, একই আনন্দে, শিহরিত হয়ে ভাবি  
 মহানন্দের এই আয়োজন কাহার অভিপ্রায় ?  
 কখন সূর্য্য বাঁশবন 'পরে উঠেছিল জানিনা,  
 কারখানার কর্কশ কোলাহলের মাঝে  
 আমার প্রিয় গানটিকে হারিয়ে ভাবি  
 বিংশ শতাব্দীর মন্ত্র সভ্যতা আমাকে দিয়েছে কি  
 কেড়ে নিয়ে সেই অশ্রুভেজা গানটি আমার ?



## কল্পিত বিলাপ

তীর এক বিশ্বাস আম'কে  
 যকের অর্থ সর্বস্ব হৃদয়ের বালুচরে  
 সহানুভূতির বীজ বপন করতে বলেছিল।  
 ক্ষত বিক্ষত মন আমার  
 দারিদ্রের নিষ্ঠুর হাডনায়,  
 সৃষ্টির অদম্য আবেগের চাপে  
 বিদ্রোহ বিমুখ হয়ে বলেছিল,  
 দ্বিধা সঙ্কোচের ঘন অরণোর  
 হিংস্র আরণ্যকে জয় কর,  
 বিশ্বাসের শীতল সলিলে  
 অবগাহন কর, শীতল মালঞ্চের  
 কণিক স্তম্ভকে উপভোগ কর।  
 তাই অতীতের পরিচিত একবন্ধু  
 লক্ষ্মীর বৎসরের কাছে বলেছিলুম  
 আমার অভাবের ধূঁকাটে কাহিনী।  
 লক্ষ্মীর স্ত্রী থেকে বঞ্চিত হতভাগা,  
 বহুদিন আগেই হয়েছিল কুবেরের ভক্ত।  
 লক্ষ্মী ছাড়া বন্ধুর সহানুভূতির প্রতীক  
 এবং আমার তীর বিশ্বাসকে ধিকৃত করি।  
 নিজের দারিদ্রকে বাজারে তোলার জগ  
 সূণ্য, লজ্জ'র, দ্বানিতে ভরে উঠে অভিমানী মন।  
 হায়! কল্পিত মৃগ নাভীর সৌরভ খুঁজেছি  
 বিকৃত মনের প্রতীক বস্তু গন্ধী হৃদয়ে।  
 প্রতীকায় ক্ষুধামন বিদ্রোহ করছে  
 কোথাও পাইনি খুঁজে কোন এক সহজ সমীকরণ।

জানতে পারলাম, বস্তু সর্বস্ব বন্ধু বন্ধ পুরীতে  
 সহানুভূতির মৃত্যু হয়েছে অনেকদিন আগে।  
 পলে পলে গড়ে উঠা কার্পণ্যের রাজ্যে  
 নয়! পরসার নৃত্যের আসরে বাঁজী মন

শুধু অর্ধকেই ভালবেসেছে সব কিছু দিয়ে ।  
 আদিম কোন এক বাঁশ বনের তাধারে,  
 পঁচকের ককণ কান্নায় লক্ষ্মীর বিলাপে  
 ব্যাধাতুর নেই-নেই-কিছু নেই রব  
 সন্ধ্যার অন্ধকারে এই প্রেত লোকে একা আমি  
 লক্ষ্মীর বরপুত্রের আশীর্বাদপ্রাণী ।  
 বৃদ্ধ শিমূল গাছটির অন্ধকারে কারা যেন  
 ফিস্ ফিস্ করে বলছে আমাকে লক্ষ্মা করে,  
 “পালাও, পালাও. এখনে লক্ষ্মী নেই.  
 আছে শুধু তার শব দেহ, প্রেতাত্মা;  
 দেখতে পাওনি বুঝি, স্ত্রীহীন যক্ষপুত্রীর  
 অকাল বার্ক্যের সক্রমণ রূপ ।  
 এখানে সম্পদ শুধু অর্ধহীন সঞ্চয় ।”

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম জানিনা,  
 বাঁশবনের অন্ধকারে একা, একা, ।  
 লক্ষ্মীর বরপুত্র বন্ধুটির ফিস্ ফিস্ প্রশ্ন—কেন এসেছেন ?  
 আমার সমস্ত শরীরের লোম দাঁড় করিয়েছিল ।  
 ঘর্ষাজ্ঞ কলেবরে, কম্পিত কণ্ঠে বলেছিলাম,  
 আমার বন্ধুর বাডীতে, আশীর্বাদ পেতে ।  
 প্রেতাত্মার বিকট হাসি দেখিনি কখনও,  
 তবে হ্যাঁ, ঠঁহাও সক্রমণ হতে পারে  
 সেদিন বুঝেছিলাম তার শুষ্ক মুখ দেখে ।  
 ফিস্ ফিস্ করে বলেছিল সে—  
 কাল রাত্ত সব চুরি হয়ে গেছে—  
 আমার রিক্ততা অনুমান করতে পার  
 তোমাকে কি দিতে পারি আমি ?  
 বাক্য ব্যর্থ না করে লক্ষ্মীর বরপুত্রকে  
 আশীর্বাদ দিয়ে ফিরে এলাম  
 পথে তখন কৃষ্ণপঙ্কের ঘণ অন্ধকার ।

লাইশ্রম সমরেন্দ্র সিংহ

## পিকাসো

ভীৰ-ভিক্ত পানের অযোগ্য  
আমার চায়ের কাপটিকে ফেলে দিলাম,  
প্রাঙ্গণের বালুকার মাঝে ।  
তখনই উদ্ভূত হ'ল, স্বর্গের এক অর্পূৰ্ব নর্তকী  
বালুকার কনক প্রভাকে ম্লান করে ।  
ভারপর বালুকার স্পর্শে শুকিয়ে যাওয়া  
চায়ের সাথে, সাথে, অদৃশ্য হল সেই নর্তকী ।  
তখনও পিকাসো আসেন নি ।





## ক্ষীণতর হ্রস্বে যাই আমি

শহরের রাস্তাটির বিন্দুতির সাথে সাথে  
 গভর্ণর মশাখের গাড়ীর কলেবর বুদ্ধির সঙ্গে, সঙ্গে,  
 প্রতিদিন ক্ষুদ্রতর হয়ে যাই আমি ।  
 রেশন কার্ড হাতে দীর্ঘ সারিটির শেষ প্রান্তে আমি  
 যখন তাকাছিলাম দূর দিগন্তের ধূসরতার  
 হঠাৎ এক পাথরবাহী ট্রাক পাশ কেটে চলে গেল ।  
 আঃ একটুকুর জন্য বেঁচে গেলাম ।  
 অদূরের একটি প্রভুহীন কুকুরের শেষ আর্তনাদ  
 আমাকে দিয়েছিল পীড়া—অব্যক্ত ।  
 কুকুরটি 'সাড়ী চাপা পড়ল—বীভৎস দৃশ্য ।  
 একটু পরে এসে নিয়ে গেল কুকুরটার শব্দেহ,  
 মিউনিসিপালিটির এক নির্বিকার যান ।



## শূন্যে ঘুরছে পৃথিবী

পৃথিবী, পৃথিবী, হে আমার প্রিয় পৃথিবী!  
আমার গৃহ, আমার দেশ,  
আমার সম্ভান, আমার প্রিয়া,  
আমার বংশধারার আশাসভূমি, হে পৃথিবী,  
আমার প্রিয়জনের হে প্রিয় পৃথিবী।  
সবুজ পর্বতমালার, স্নানীভল ধারার  
হে অপূর্ব পৃথিবী,  
আমার বিচরণভূমি, ভ্রমণের লীলাভূমি,  
অর্থহীন অনেক কাজের, কর্মক্ষেত্র  
স্বার্থের—মিথ্যা ভাষণের দূরস্ত পৃথিবী  
আমার প্রিয় পৃথিবী, আমার ভয়ের পৃথিবী  
আমার বৈদ্যের হে প্রিয় পৃথিবী।  
শক্তি ও বিক্রমের নির্লঙ্ক বিকাশভূমি  
ক্ষুদ্র ও বিস্তারিতের ধূঁরামর পৃথিবী  
শক্তের ভক্ত ও নরমের বমের হে পৃথিবী  
গান্ধীর নামে, ধর্মের নামে সত্যের নামে  
নির্লঙ্ক ব্যবসায়ীদের হে নির্দম পৃথিবী  
ঘুরতে থাক, ঘুরতে থাক, যতক্ষণ না সন্ধি হারাও

## গোবিন্দ পঞ্চমে

আমার বিধার পরিধি ছিল অতীব সংক্ষিপ্ত,  
 এক দুর্ধর্ষ ভক্ত এমিয়ে এল,  
 হাতে তার কুরখার তলোয়ার ।  
 নিঃসঙ্কোচে আঘাত হানল গোবিন্দের সিংহাসনে,  
 একী হল ! একী হল ! বিল্মিত কলরম  
 চারিদিকে নীরব, চাপা গুহরণ ।

এক রমণীর কান্না শুনেছি—শব্দহীন  
 এক বৃদ্ধের প্রতিবাদ ছিল—কেউই শুনেনি,  
 সবাই বলেছে, আমি জানিনা, আমি জানিনা,  
 কেউই জানেনা, শুনেও শুনে নাই ।

দেখুন অদূরে শৃঙ্গমাঠে সমবেত দেবভাঙ্গা ।  
 আরও দূরে দাঁড়িয়ে আছে বিষ্ণু অবতার—  
 গণভঙ্গের দেবভাঙ্গণও চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে  
 মোষাক মত ।

## শ্রাবণের সন্তিধারা

(১)

গুরু গরজনে কৃষ্ণকাল মেঘ  
 শ্রাবণের আকাশ করেছে অবলুপ্ত।  
 হে ভগবান ! তোমার করুণাধারা  
 গ্রাম ও শহরের পথঘাট করে প্লাবিত।  
 ধৈ ধৈ করে ঝাল, বিল, পুকুরের জল।  
 বেঙের ডাকে মুখরিত হয়, শুভ আকাশ।  
 শূন্যপথে কেহই নাই,  
 কাল গাভীটি শুধু গর্ভভারে হাটতে ধীরে,  
 শ্রাবণের ধারা করেনি কমা মাতৃ-সস্তবারে।  
 গরীবের কুটীর ছাউনির অভাব  
 সচ্চ প্রসবা গরীবের স্ত্রী কাঁপছে গৃহের কোণে।  
 ওগো দূরস্ত শ্রাবণের ধারা !  
 তুমি শুধু বুঝ অবিরাম বরষণ।  
 ধনী দোকানদার খনঞ্জয়ের বাড়ীর দরজা বন্ধ হ'ল  
 সর্বকনিষ্ঠা স্ত্রীকে নিয়ে আগুনের ধারে বসে  
 আলস্যভরে প্রশ্ন করে জানালায় কাঁকে চেয়ে  
 এখন চালের দাম কত বাজারে ?  
 যদিও সে ক্ষুদ্রে ব্যবসারী হিসাবে।  
 গোমতী বলে উদাস কর্তে ধীরে ধীরে

গ্রামের বাজারে কোথাও আশি  
 আবার কোথাও নব্বই টাকা মণ।  
 উজ্জ্বল মুখে মস্তব্য করে ধনঞ্জয়  
 মানিক বসানো হাতের অঙ্গুরীয়টির পানে চেয়ে  
 এবার দেখছি, চালের দাম আরও বাড়বে।  
 চাল ডাল, মাছ এমনকি জ্বালানি কাষ্ট  
 সবই শু মজুত আছে—কিসের অভাব ?  
 যত খুশী ঝরুক শ্রাবণের ধারা, ক্ষতি নেই।  
 বাধনহারী শ্রাবণের ধারা—  
 ঝরছে টিনের চালে অবিরাম  
 এবার চাল ডালের দাম বাড়বে হু হু করে।  
 শহরের পথে চোর-মণ্ডপ বুকুর ছাড়া নেই কেহ।

( ২ )

ধূপ্ ধূনা দিয়ে গবেশ-লক্ষ্মী  
 শিব-পার্বতীর মন জয় করে ধনঞ্জয়  
 তেত্রিশ কোটি দেবতারী পুরী, গয়া, কাশী  
 হৃষিকেশ, হরিদ্বার ছেড়ে সমবেত হল  
 ধনঞ্জয়ের গোদাম ঘরের অমরাবতী ঘিরে।  
 কপালে সিঁদুরের বিরাট ফোঁটা একে  
 গলায় গলাবন্ধ জড়িয়ে ধনঞ্জয় হাঁকে:  
 ওরে বাহাদুর খেরাল রাখিস্ গোদাম ঘরের দরজা,

আজকাল শহরে চোরের দৌরাত্ম বেড়েছে ।  
বুঝলে'ত বাহাদুর, দরতা বন্ধ করিস্ ভাল করে ।

( ৩ )

শ্রাবণের ধারায় প্লাবিত দেশ  
নিদারুণ দেশের খবর ।  
দেখতে দেখতে খনঞ্জরের সোদাম ঘর  
জলের প্লাবনে ছেয়ে গেল ।  
শ্রাবণের ধারায় শহরের পথে  
নোংরা স্রোতে ভেসে চলেছে চাল-ডালের বস্তা কত ।  
তার সাথে হার, ভেসে এল ঐ  
খনঞ্জরের ধূপ-দানি লক্ষ্মীর বর নিয়ে ।



---

শ্রীযু মলেন্দ্রম - বোমচা সিংহ

---

## শ্রীতেজ জোনাকী

ভাল লাগছে না ভাবতে, আমি বাঁচব ।  
আবার মনে হয়, 'কেনইবা মরব' ?  
সর্বত্র শুধু অভিনয়ের মেকী বাজার  
পা রাখার ঠাইটুকুও অবশিষ্ট নাই, ফাঁকির ভীড়ের মাঝে ।  
মনে হল, আমি যেন এক রাতের জোনাকী ।  
আলো—শুধু কি তাই ? আঁধার—তাও ত নয় ?  
আমি ও কি অভিনয় ? হয়ত বা বাস্তব ?  
রাতের অন্ধকারে, কখনও বাঁশবনের সঁয়াত সঁয়াতে ছায়ার  
আবার কখনও শৌখীন গোলাপ বাগিচার  
আলো আঁধারের পদচিহ্ন রেখে যেতে চাই  
কিন্তু আমি যে মর্ত্যের এক ক্ষুদ্র জোনাকী,  
সূর্যের চেয়ে বৃহৎ গ্রহ ভারী আমাদের চোখে ক্ষুদ্রতর  
তাই দিনের আলোর বাঁশবনের সঁয়াত সঁয়াতে অন্ধকারে  
নিজের ক্ষুদ্র পাখাগুলি গুটিয়ে ভাবি  
আমি কি সৃষ্টির এক বিরাট পরিহাস—অভিনয় ?  
সমাধির নির্জ্বল পরিবেশে, ঝোপের আড়ালে,  
আবার স্মৃতিকলকের লেখনীর নীচে,  
অথবা কাহারও শুভ্র প্রিয়তার মাটির দেহের উপর.  
কখনও বা লাল গোলাপের পাপড়ির নীচে,  
আমি একান্তে হাসব বাস্তব অবাস্তব ভেবে  
জোনাকী জীবন আমার আলো আর আঁধারের  
সত্য ও মিথ্যার অবাস্তব কথা থাক ক্লাস্ত আমি,  
জন্ম আর মৃত্যুর এ কঠোর সত্ততার  
সত্য আর মিথ্যার মিথ্যা ভাবনা থাক  
আমি সত্য—সত্য আলো—সত্য আঁধার ।



## বন্ধ দুস্তার

সোনার পাখানা মেলে দেবশিশুরা উড়ছিল  
 একটি বিরাট ঝুলি নিয়ে আলোর আকাশে  
 তার বিস্তৃতি ছিল নভোময়,  
 থোকা থোকা তারার ফুল ঝরছিল তাহারই উপর।  
 উড়ছিল দেবশিশুরা ছোট্ট পাখানা মেলে, ছলে ছলে  
 আর গাইছিল যেন কেঁদে কেঁদে,  
 'এগো বন্দিনী রাজকন্যা বেরিয়ে এসো, বেরিয়ে এসো ;  
 বানিয়ে দেব তোমার নীড় ;  
 হাততালি দেবতার হ'রে  
 মনমরা খেকোনা আর, লক্ষ্মীট  
 বেরিয়ে এসো ! বেরিয়ে এসো !

ঝুলির ভিতর থেকে রক্তচক্ষু ভগবান বৃহৎ যেন  
 আমার দিকে তাকাল। ভীত ও সন্ত্রস্ত আমি।  
 ব্যাঘ্র-বৃহৎ হিংস্র মুর্তী নিয়ে তরানক গর্জন করে  
 রক্তাক্ত মুখে দেবশিশুগণকে চিবুচ্ছে  
 তাহাদের ছোট্ট ডানাগুলি ছট্‌ফট্‌ করছে শূন্যে  
 তারপর হিংস্র জন্তুটি আমার দিকে ষাওয়া করছিল  
 আমি প্রাণের ভয়ে একটি গুরুত্ব পথে প্রবেশ করলাম।  
 সেখানে হাজার সর্প কণা ভুলে-হিস্‌ হিস্‌ করছিল।  
 প্রাণপণে ছুটলাম আমি জনতার ভিড় ঠেলে বাজারের ভিতর।

সেখানেও এক বিরাট ট্যাক দানবের মত খেয়ে এল  
আমার শুক বুকে হাত দিয়ে বেঁধে জ্রুভগতি হ্রদপিও  
প্রাণপণে ছুটে গেলাম একটী বাড়ীর বন্ধ ছয়রের সামনে  
সজোরে করাঘাত করে চিৎকার করি, দরজা খুলুন, দরজা খুলুন।  
ভিতরের, কঠম্বরে আশাবিভ হয়ে আরও জোরে কড়া নাড়লাম।

ভয়ে কঠম্বর কাঁপছিল, কিন্তু দরজা খুলেনি  
ভিতরের আওয়াজ ভীতভর হ'ল, মনে হ'ল 'ঘরঙ্গী' কেটে যাবে  
প্রাণটাও ওঠাগত. বিকৃত কঠম্বর. ভবুও চিৎকার করেছি  
দরজা খুলুন, দরজা খুলুন।  
কিন্তু খুলেনি।



## হাতকড়ি

চারিদিকে স্কন্ধ স্কন্ধ কুকুরগুলির ঘেউ ঘেউ ।  
 মুত ও গলিত দেহের চর্গন্ধের মাঝে  
 কাম্মার মত শুনার—বাগদের এই কোলাহল ?  
 মর্ম্মর প্রাসাদের নিস্তরতা ছিন্ন হয়,  
 স্নপ্ন ভেঙ্গে যায় স্নলিত বসনা সঞ্জিনীর ।  
 আর ঘোলাটে চোখ দু'টীতে স্নপ্ন মেখে  
 বিবস্ত্রিত জকুটী দিয়ে প্রশ্ন করে  
 গণতন্ত্রের মুকুটহীন সম্রাট,  
 'কাদের এই আস্পর্কী নেতার নেশার ঘোর  
 কাটাতে চার হিন্দুকের আক্ষালন নিয়ে ?'  
 পরিপুষ্ট শূকরীর মত সঞ্জিনীর  
 নগ্ন প্রায় দেহের ভাঁজগুলিতে আলসা ও ক্লান্তিতে  
 চোখ বুলিয়ে রিসিভার ধরল  
 আর কাদের যেন ভীক কণ্ঠে গালি গালাজ করল ।  
 কিছক্ণ পর ডাষ্টবিনের উপর বাগডারত  
 ককালসার কুকুরগুলির ঘেউ ঘেউ বব স্কন্ধ হ'ল ।  
 পাড়ার প্রভুহীন বিড়ালগুলোর আওয়াজ ও বন্ধ হল ।  
 রাজ পথে দেখি হাতকড়ি পড়া ককালের মিছিল  
 ওরা কোথায় যাবে ? অন্ধকার নেমে আসে,  
 রেলস্ট্রাক্ট কীটগুলি কিল'বিল' করছে  
 একটা অশ্রুতি নেমে এল; ওরা কোথায় যাচ্ছে ?

## শেষ কথা

যুগাই বন্ধু নিশ্চিত হয়ে, আভকের মত শুধু  
দোহাই তোমার প্রশ্ন করোনা 'জীবনের মানে কি ?'  
যুগান্তর হতে হেঁটেছি আমরা এই পথে ।  
জীবন সূর্যের প্রথম সেদিন ঘুম ভেঙেছিল  
সেদিন থেকে এই পরিচিত পথে হাঁটছি ।  
প্রশ্ন করনা, দোহাই তোমার, জীবনটার মানে কি ?  
নিজার কোলে ঘুমতে চাই, ক্লান্ত আমি ।

জীবনটা হয়ত স্বপ্ন, হয়তবা স্বপ্নচিকা, ।  
একর স্বপ্ন দেখতে দাও আমাকে,  
পা দুটি ও বেন ক্লান্ত,  
হাঁটতে হাঁটতে করে বাওয়া তার পাতা  
রক্ত-বরিয়ে, পথ বাড়িয়ে কি লাভ ?  
কাহার লাভ ? কিসের লাভ ?  
বন্ধু আমাকে দেখতে দাও, স্বপ্ন দেখি ।

জীবনটা'বে যুদ্ধ ? না হয় পৃথিবীতে কি একটা  
অন্তহীন, আকাশ-কুঁয়া লালানের সিঁড়ি শুধু উঠব,  
শুধু উঠব, বিজ্ঞান-নাই, শান্তি নাই, অন্ত নাই,

অথবা ধসে বা ওরা একটা ঘরের ভিত্তিতে ভিত্তি প্রভর স্থাপন  
না হয় অস্বহীন আর একটা দালানের গুরু ।  
কিন্তু বন্ধু প্রস্নটিকে উচ্চারণ করনা তুলেও  
বেঁচে কি লাভ ? মরেই বা কি লাভ ?

সহজ হয়ে ঘুমুতে চাট, স্বপ্ন দেখব আয়েস করে,  
ভালই বা কি ? মন্দই বা কি?—ভাল ? মন্দ ?  
লাটামটা ঘুরছে, প্রচণ্ড বেগে,  
তার অস্তিত্ব কোথায় ? পরিচয় কোথায় ?  
পাগলের মত শুধু ঘুরছে আর ঘুরছে !  
প্রস্ন করোনা, দোহাই বন্ধু, কোনটা উপকারী, কোনটা না ?  
কেনই বা জন্ম ? কেনই বা মৃত্যু ?  
জীবন আর সৃষ্টির পার্থক্য কোথায় ?

বন্ধু ! দোহাই তোমার ! ঘুমুতে দাও  
আর সহজ-স্বপ্ন দেখতে দাও  
প্রস্ন করন', জীবনটার মানে কি ?  
ইহা হরত স্বপ্ন, হরত বা বাস্তব ।  
লাটামটা ঘুরছে, জীবনটা ঘুরছে,  
পৃথিবীটা ঘুরছে, জীবনটা ঘুরছে,  
স্বপ্ন-বাস্তব; জীবন মৃত্যু—সব একাকার  
ঘুরছে, ঘুরছে পাগলের মত শুধু ঘুরছে ।

## চল্লিশ

জীবনের যদি ঘুম ভাঙে, দেখব আর এক জীবন,  
সে জীবনে এ জীবন স্বপ্ন না বাস্তব ?  
হয়তবা স্বপ্ন হয়তবা বাস্তব ।  
হে জীবন, হান্কা গানের কলিতে  
আর ক্লান্ত গণিকার দেহের নেশায়  
অথবা সাকীর পেয়ালার ডুবে থাক  
আর স্বপ্ন দেখ নিজের অস্তিত্বকে ভুলে  
কিন্তু ভুলে ও প্রশ্ন করনা, 'জীবনটার মানে কি ?'

কেন জন্ম ? কেন মৃত্যু ?  
লাটীঘটা ঘুরছে সব একাকার  
ভায়-অম্বায়, ভাল-মন্দ সবাই এক  
শুনতে চেয়েনা, জীবনের মাঝে কি  
আর প্রশ্ন করনা মৃত্যুর অর্থ কি ।



শ্রীশাগোলশেম ধবল সিংহ

## ভাস্কর বিকৃতি

সৃষ্টির ওপার থেকে ভেসে আসে কত গান  
গানগুলি গাওয়া হয় না।  
ফুলরেণু গুহ—জটিল জটিল নাম  
নামের ও মহাস্বয়্য কত—  
বিকৃত করে বৈষম্য বিকৃতিগুলি  
এপার ওপার তাণ্ডব ভাস্কর  
ভিখারী কঁাদে কঁাদে আর দেখে  
অর্ধোন্নীলিত ভাস্কর্য্য প্রতীক  
এক জোড়া নিতম্ব আর উদ্ধত স্তন  
স্বপ্নগুলি নিভূতে কথা বলে।





## অদ্ভুত সমারোহ

যদি: সৌখিন সমারোহ  
 বিস্তৃত এক অপরূপ কারার  
 পরস্পরে পরস্পরের প্রণোত্তর খুঁজে থাক—  
 মিলবে এক অবিদ্যার ভাস্য  
 শিল্প প্রতীক সেও এক ।

যদি অশ্রমে জিজ্ঞেস করে  
 বিনিত্ত রজনী শেষের হিতার্থী প্রাঙ্গণ  
 মুখোমুখী সম্প্রীতি সমারোহ  
 দেশজ, ঋণিজ যুক্ত শিরার উপদাহ  
 আত্মকথা আক্রোশে বলে থাকে সব  
 হাসি রাঙা রক্তকরণ

যদি মানুষ হতেম সর্বশেষে  
 প্রাণত্তরা ভালবাসা চলে দিভুম  
 অজস্র শত্রুকরে বিজয় নিশান  
 একটুকরো রক্তকরা রমণীর হাসি  
 আর ছলনার বুকে গোঁথে দিয়ে ।

## নেত্রপাত

কতকাল ।

অব্যক্ত ইতিবৃত্ত

হানাহানি খুনাখুনি

মানুষে মানুষে অশেষে নিষ্পেষিত;

যুম নেই

রোদ বৃষ্টি...অবোরে স্বপ্নালু জাগরণ

মারো মারো; মেঝে কেলো

মেঝে মেঝে শেষ করে মৃত্যুবরণ

সূর্যরশ্মির উন্মিলিত নেত্রপাতে

এক নূতন পৃথিবী জেগে হাসবে

কেউতো বিশ্বাস ঝাড়াবেনা ।

## শিবির অঙ্ককার

যেন একটি শিবিরে বাস করি  
তুমি আমি সব  
সামুনের আত্মপ্রত্যয় নিয়ে

ভুলে যেতে ইচ্ছে হয় কখনো কখনো  
পরিকল্পনা প্রয়াসী মন  
অতীত বর্তমান সব  
মানবিক একান্ত আয়াসে  
ভোমাতে আমাতে যেমন  
সম্পর্ক ঘনিরে আসে

এ শিবিরে এখন নীরেট অঙ্ককার  
তুমি ভোমাকে শুধু হাত বাঁড়াও  
আমি আমাকে তুলি হাজারো প্রশ্ন  
ভোমাতে আমাতে বিজীর্ণ ব্যবধান

কোথায় চাঁদ কোথায় তারা  
ঘুলঘুলির কপণ কটাক্ষে ওৎসুক্য শুধু নড়ে  
উৎকীর্ণ অশেষ রজনীর প্রলাপ

হেচলিশ

শুধু কানে আসে

এ শিবির অঙ্ককার  
ভুমি আমি সব অস্তিত্ব প্রয়াসী মন  
বিস্মৃত

শিবির অঙ্ককার



## অশ্চর্য্য

আমি ভাবি তাদেরই কথা  
 কেহ কেহ বা  
 জীবনের শেষ প্রান্তে এসে  
 নতুন জীবনের আশায় আলোড়িত  
 কতই না কষ্ট সে

পৃথিবীর বক্ষে নতুন বাতাসের আগমনে  
 সম্মুখে ছুই পদ রেখে বৃদ্ধমহোদয়  
 পেছনে তাকায়  
 ভাবে  
 ফেলে আসা দিনগুলি আনন্দের নয়

আমি ভাবি তাদেরই কথা  
 উৎকল্ল যৌবনে তরঙ্গাঙ্কিতা যুবতী নাগীর  
 বন্ধ স্মিত হাসির অনুরালে  
 অব্যক্ত ভাষায় প্রকাশিত হৃদয় বার্তায়  
 অবিরাম অকুরিত হইতে থাকে দৃষ্টির সম্মুখে  
 নতুন প্রাণীর আগমনের মনোরম অমুরনন  
 পৃথিবী হৃন্দরতর হয়ে ওঠে ।

## আটচল্লিশ

না, আমি না ভেবে পারি না পুনরায়  
স্বামী সঙ্গ করি ছিন্ন করে যুবতী বধু  
আচম্বিতে পথ প্রান্তে স্বামীকে দেখে আজ  
সুনা রাগে অবনত মুখে পুনরায়  
মুহ-মুহু দেখে নিতে ইচ্ছে হয় ।

না, না আমি তাদের কথা না ভেবে পারিনা  
মানুষের—জন্ম, মানুষের—মৃত্যু  
জন্মে এসে মরণ ইচ্ছা মরে গিয়ে বাঁচার কামনা  
যে জন্মেছে তাকে মেরে ফেলার—

আর যে মরেছে—তাকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা

না এই মানুষের মানবিক প্রতিকৃতি—

আমি বুঝে উঠতে পারিনা আর

মানুষ হাঙ্গে আশ্চর্য্য

মানুষ কানে আশ্চর্য্য

আমিও আশ্চর্য্যিত হই

আশ্চর্য্য ।

ইবোপিশক্

## নতুন প্রাণীর আগমনে

সাত সমুদ্রের জানে সমুদ্র  
সৃষ্টিব সেরা হে মানুষ ।  
নিজেকে নিজেই সত্রাট করেছিলে সেদিন

কিন্তু হায় ! একী তোমার মৃত্যু ।  
গলার দড়ি দিয়ে শেষ পর্যন্ত মরলে যে ?  
সৌন্দর্য্য, শালীনতা, সে যে অবাস্তব এক কথা, তোমার কাছে  
অন্ধ হয়ে গেছ যে তুমি ।

ভালবাসা ? সত্য ? সে-ত বলে গেছে  
অস্তির স্তম্ভে, তার আঙনের শিখায়  
এবং নেশার ঘোলাটে কোলাহলে'  
কিছুই যে নেই সারাংশ তোমার,



শুধু শূন্যতা—আর অন্ধকার যে তুমি ।  
 মানুষ—এই নাম আর নেই ভগতে ।  
 মরে গেছে তাদের প্রাণ অনেক আগে  
 বিবেকের বিকার শুধু ফিস্ ফিস্ করছে  
 বস্তুচাপা মানুষের অশ্রুসিক্ত আত্মার কাছে ।



## ଫୁଟପାଥ

ସତ୍ତା ନିର୍ମିତ ଏକଟି ଫୁଟପାଥ  
ଏକଟି ବର୍ଷାଋଣ ବକ୍ତୃଳ ଗାଢ଼େର  
କତ ବଢ଼େର ଆଲୋର ଚିହ୍ନିତ ଶିବଢ଼ିର ଉପର  
ହଢ଼େର ଡାଲାଈକାର ଢେଲେ ଦିଲ ଗ୍ରନ୍ଥର ।

ସୋନାଲୀ ବଢ଼ ଶ୍ର ଶକ୍ତ୍ୟାର  
ଆକାଶେର ଧରୁର ହାସିର ଲଗେ  
ବର୍ଷାଋଣ ବକ୍ତୃଳ ଗାଢ଼େର ଫୁଲଗୁଲି  
ବିକ୍ଷିପ୍ତଭାବେ ବରେ ପଢ଼େ ଆଢ଼େ  
ଫୁଟପାଥଟିର ଉପର ।

ଶକ୍ତ୍ୟା ଭ୍ରମଣେ ଆମା କାମୋନ୍ନତ ଯୁବକ ଯୁବତୀରା  
ଭ୍ରମଣେ ନା କରେଇ ପଦାଧାତ କରେ ଢେଲେ ବାର  
ଲୌହସୁକ୍ତ ଚର୍ମ୍ପେର ପାଢ଼ୁକା ହାରା ।  
ଢେଲେ ପଢ଼େ ତାଦେର ବକ୍ତୃଳ ଗାଢ଼ିର ହାବି  
କିନ୍ତୁ ନିର୍ମୂହ ଦୃଷ୍ଟିର ନିହକ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ମାତ୍ର  
ଆର ହାଈ ଭୁଲେଢ଼େ ଏକ କ୍ଳାନ୍ତିମାଧା ଦୀର୍ଘଧାସେ ।

## ভগ্ন মূর্তি

গতকাল রজনীতে শুনেছি এক বিকট আওয়াজ  
 যেন এক বিরাট মূর্তির ধ্বংসে পড়ার শব্দ ।  
 হাজার হাতুড়ির ঘায়ের আওয়াজ যেন কানে বেজেছিল ।  
 কম্পিত ধ্বংসীর আন্দোলন ভায়ে  
 হাজার মন্দিরের প্রাচীন মূর্তি  
 রাজর্ষি—ভাগ্যচন্দ্রের  
 ধ্বংসে পড়ল মুকুট বাতে মস্তক থেকে স্ফটাবধি  
 খোয়াইর মল্ল বাজারের শবির অবস্থান থেকে ।

চারিদিক থেকে ছুঃখ জনতা  
 দলে দলে ছুটে ছরু ছরু বৃকে  
 শির লক্ষ্য তাদের বেশনের দোকানে ।  
 চোখের পলকে জনতার ভীড় রুদ্ধ করে কোলাহল  
 ক্রান্ত কণ্ঠের কীণ আওয়াজ “আমাকে হাও আগে” ।

সুধার পীড়নে শীর্ণকারা;  
 কাপড়ের অভাবে লজ্জা অবহেলিত,  
 এই অসহায় মুক জনতারা  
 প্রাচীন রাজধানীর ভগ্ন প্রাচীরের  
 যেন ভগ্ন মন্দিরের—টুকরো টুকরো ইঁট ।

## চৌরাস

অগ্নিকে কেউ ফিরেও তাকায়নি,  
উডেনি একটি কীটও সেদিকে  
বিচ্ছিন্ন মন্থক মৃত্তিকার 'পরে, পড়ে আছে  
বাতর্ষি ভাগ্য চক্রে ।

সূদূরে দাঁড়িয়ে প্রাচীন রাজধানী, কাকিপুর,  
যন অন্ধকারে ফ্যাকাসে কুয়াশার আড়ালে



শ্রীবীরেন

## একটি কুকুরের বিলাপ

সত্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে রাস্তাঘাটের প্রচুর উন্নতি হচ্ছে  
 দেশের দীর্ঘ সড়কগুলির ঝাড়া পরিবর্তন  
 স্বাধীন রাষ্ট্রের এক অভিনব পদক্ষেপ বটে ।  
 আমাদের গৌরব সমাজের কল্যাণ ব্যবহার  
 আমরা কতদূর এগিয়ে এসেছি এই পথ ধরে ?  
 যদি প্রশ্ন জুলে কোন সন্দ্বানী মন  
 আমি বলব ~~কুকুর~~ পাথরের চাপা  
 আর তুলব সেই 'পাথর চাপা হোষ্ট্র' কুলটির কথা ।

এখন ও ছবির মত মানস নরনে ভাসে  
 একটি গছরাঙের অকাল প্রয়াণ  
 চোখ মেলে দেখতে চেয়েছিল আলোর পৃথিবীকে  
 হৃদ পবনের স্পর্শে শিহরিভ, রোমাকিত  
 ভীরু সেই কুমারী কুলের জীবনের প্রতি প্রীতি  
 ছুঁয়েছিল আমার আমার অন্তর্ভামীকে ।

ভারপর এল এক পাথরবাহী ট্রাক  
 এক অর্থহীন গোলমাল—পাথরের স্তূপ  
 পাথরচাপা সেই কুলের কথা কেউ ভাবেনি ।

নোংরা পোষাক পরা ছয় ফুট লম্বা  
 ড্রাইভারটির অট্টহাসিতে ধরা পড়ে  
 গত রাত্রির কুমারীর কৌমার্য্য হরণের কাহিনী,  
 ভাহার মিশকাল দাঁতগুলি হিংস্র জন্তুর মত  
 মাংস ছিঁড়ে খাওয়ার সাক্ষ্য বহন করতে  
 এখনও ভাজা রক্ত লেগে আছে সেখানে।

রাস্তার ধারে শূন্য ছিল এত প্রভুশীন কুকুর  
 ভাহার ককণ বিলাপ স্থায় হুঁইয়েছিল।  
 কিন্তু তখনও মিশকাল ড্রাইভারটি  
 নিজের কৃতিত্বের কথা ভাবছে  
 আর অট্টহাসিতে ঢাকতে চাইছিল বুঝি  
 কুমারী গন্ধরাজের কান্নার করুণ শব্দ  
 আর ভুলতে চেয়েছিল বুঝি কুমারীর কৌমার্য্য হারানোর বিলাপ।

কুকুরটির কান্নার যোল  
 আর ড্রাইভারটির অট্টহাসির ত্রাস ছাড়িয়ে  
 যন্ত্রদানবটি গর্জে উঠল  
 ধূলা, ডিজেলের কাল ধূমের মাঝে  
 সবুজ পৃথিবী মিশে গেল  
 আর কিছুই মনে পড়েনা, চোখে ভাসে না

## আটার

শুধু আলোর পিয়ারসী গন্ধরাজটির অকাল মৃত্যুর ব্যথা,  
এবং কুকুরটির বিলাপ এখনও হৃদয়ে বাজছে

আবার সেই অপমৃত্যুর দৃশ্য দেখেছি  
অভীষ কাছে বাংলাদেশে  
এবং পৃথিবীর লোকালয় চিকিত্ত  
মানচিত্রের প্রত্যেকটি জায়গায় ।





## দাবী

শীঘ্র ন'টোর এই বজ্র মধ্যে  
আমারও বলব্য আছে অশ্রীৰ সামাজ্য,  
কৰ্ণকেও দিতে হবে প্রতিযোগিতার এক  
নিরঙ্কুশ স্বযোগ ।

অনেক দিন ধরে ঘূন ধরা প্রথাগুলি  
পায়ে পায়ে চলে আসছে আমাদের জীবনে  
এখনও পূৰ্ণমাত্রায় সম্মানিত তারা ।

না—জোন'চার্ঘ্য এখন আর কৃপাচার্ঘ্য নহে— ।  
মুক্তাধচিত মুকুট আর জমকাল পোষাক যদিও নাই,  
কোট, টাই, পেন্ট শোভা পাচ্ছে তোমাদের দেহ,  
দৰ্প ভরে উপভোগ কর পিতৃ সত্ত্ব—  
অশ্রায় ভাবে অর্জিত অর্থ— ।

এখন ? তোমাদের কি অভিপ্রায় ?  
সমস্ত পৃথিবী ঘুমাৰ  
আর নতুন করে গড়ি আর এক পৃথিবী  
কৰ্ণ অর্জুন সেখানে হবে মুক্ত প্রতিযোগী ।

ধাকবেনা কেহই সাহায্যকারী মুক্তরণে ।  
তোমরা জীবনকে দেখ মুত অথবা ঘুমন্ত,  
কিন্তু আমি দেখছি জীবন্ত জীবন

বাঁট

শুধু আমার, শুধু তোমার, শুধু তাহার ।  
গডালিকা প্রবাহে আমাদের জীবন  
শ্রোতে ভেসে চলে, অট্টালিকা আর সব যান বাহন  
ফুলের হাসি, শিশিরে সিক্ততার,  
ভ্রমরের আশার গুঞ্জরণে, মেঘের মুক্ত ভ্রমণে,  
কবির কল্পনায়, সিনেমা হলের ভীড়ে--  
সর্বত্র দেখি জীবনের তীব্র প্রতিযোগিতা ।  
হে কর্ণ ! তোমাকে পার্বনা ভাল দেবতার  
তুমি নিঃসঙ্গ, অসহায় ভগতের মানুষ কেন ।  
অর্জুন ! তুমি যে অপদার্থ পরগাছা,  
তন্ত্র প্রতিযোগিতায় কর্ণকে দিতে হবে  
এক পূর্ণ-মুক্ত অধিকার ।

কিন্তু হায় । মানুষ মানুষই,  
আর দেবতার-দেবতাই—।  
কিন্তু হে জাগ্রত জনতা !  
দেখেছ কি দেবতা আর মানুষের,  
এক হস্তকর সমন্বয় সাধন ।  
আমি বুঝি না তোমাদের শাণ্ডিল্য যুক্তির তর্ক,  
আমি শুধু কর্তব্য বুঝি এক নিয়মের জীবন ।  
কর্ণকেও দিতে হবে বাঁচিবার অধিকার ।  
স্বাধীন মুক্ত অধিকার ।

মধুবীর

## বন্দী বিহঙ্গের গান

বন্ধু! নিভেকে দেখেছ ডুমি স্নিভগোসো মুকুরে,  
ভেবেছ নিশ্চয়! সুন্দরতম আমি;  
মুক্ত মাঠের প্রান্তরে বসে, বাতাসে ফুস্ফুস্ পূর্ণ করে  
হয়ত বা ভেবেছ আশ্রয় করে, বেঁচে আছি আমি সুন্দর হুবনে ।

ভুমি আমি মরে গেছি অনেকদিন আগে  
প্রাণ আমাদের নেই কেহে  
ধমণীতে বয়না আর ভাঙা রক্তের ধারা  
বহুবর্ষার বর্ষণভারে প্রাচীন গৃহের চালা  
প্রাচীন হাড়ের সমষ্টি এই পর্ণ কুটীর  
ভোমার আমার এই দেহ ।

দেখ বন্ধু! ধারাল নখাগ্র  
কৃষ্ণবর্ণের রক্তচক্ষু বমরাঙ্কের এই চেলারা  
ফিলিস্তিনের রক্তলোলুপ সৈন্যরা  
বন্দীদের গায়ে বেয়নেট খুঁচিয়ে উল্লাসে মাতে তারা

বন্ধু ! তোমার আমার প্রাণকে নিয়ে একী খেলা !

বন্ধু ! তোমার আমার আছে কি সাহস  
ছিনিয়ে নিতে নিজেদের প্রাণ, জানবের হাত থেকে ?  
অথবা কোন যন্ত্র জান কি হিংসা করিতে তব ?  
প্রাণের হিসাব নাইবা রাখলাম প্রাণের পরিত্রাণে ।

নেই, নেই, আজ আমাদের মাঝে সেই সত্য  
সত্যবানের প্রাণ কিরে আনা  
যমপুরী থেকে হাসি মুখে ফেরা, সাবিত্রী  
সব মিছে হল, নেই আমাদের সেই শক্তি ।

ধাক পড়ে ধাক প্রাণ হীন মোদের এই দেহ,  
ঐশ্বের এই ধরতাপে ধাক. পুড়ে ধাক  
যতক্ষণে না গারিয়ে যার বর্ধার পলিমাটিতে ।  
সব যন্ত্রণা দাবদাহের । ছেয়ে যাবে বর্ধার ধারায় ।  
ঐ মাঠেরই ভরা ক্ষেতে, পাকা কসলের পূর্ণতার ।

नीलकान्त

## নিঃসীমিত প্রকৃতির চন্দ্রসখী

হে পৃথিবী ! ইতিহাসের রাজপথে অনেক ছেটেছি আমি,  
 ছেটেছিলাম রোমনগরীর কোলাহলময় পথে  
 আরও দূরে আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়েছিলাম,  
 এমনকি ট্রয় নগরীতেও বিশ্রাম নিয়েছিলাম হেলেনের সাথে  
 তারপর কৌত্রত পর্বত শিখরে দাঁড়িয়ে

অতীত ইতিহাসের মণিপুরকেও দেখেছিলাম ।

পাখংবা গুরুর বন্দনা করেছি

কিরান্দা রাজের রাজসভায়ও শ্রোতা হয়েছিলাম  
 সন্দ্রার আলোর রাজকুমারী লুখোই এর সাথে বেরিয়েছিলাম  
 নাচের আসরে হাত ধরেছিলাম কুমারী লাইরোবীর  
 আর তার কানে কানে বলেছিলাম, 'কেমন আছ ?'

ক্লান্ত দেহ, প্রাচীন মন, চোখের স্তিমিত আলো,

তবু ও আচম্বিতে ঘূর্ণি ঝড়ের মত বারুণী পর্বত 'পরে  
 সারি সারি পর্বতের আলোর

ভাঙ্গমহলের স্তম্ভ আননে

কৌত্র পর্বতের অন্ধকারের মত কাল তার বিকিণ্ড কেশে  
 চীংখৈ দেবীর মন্দির হাসিতে

## হৃদযতী

আমার পাশে এসে বসলো নিঃখোঁএর চন্দ্রসখী ।  
আমাকে প্রশ্ন করেছিল, 'চিনতে পারলেন ?'  
বাহাকে ভেবেছিলাম অনেক বঙ্গনার ভাষায়  
কিস্তি দেখিনি বাল্যব নরনে কভু  
আমাকে ভুলেনি তবুও সাক্ষাৎ ঘটেনি  
এমনি এক রহস্যময়ী প্রিয়ার মত  
জীবনের কৰ্ম অবসরে, হিসাব নিক'শের শেষে  
গহনবাতের প্রদীপ শিখার একান্তে  
কাছে এসেছিল জগতের আকুলতা ঢেলে  
আমাকে ভাবিয়েছিল নিঃখোঁএর চন্দ্রসখী ।

এতদিন বিশ্বাস ছিল, বিদগ্ধ পণ্ডিত আমি,  
দেশভক্ত, ভাবিক, কৰ্মী ও কবি  
আমার বুদ্ধির কুরাশা ভেদ করে  
কোন জ্ঞানী ও সাহস করেনি আমাকে হারাতে ।  
জীবনটাকে ভেবেছিলাম সত্য ও সুন্দরের  
এক সহজ খেলার মাঠ—  
তবুও আমাকে বিশ্বয় করল  
হৃদের কশিফুলের মত রঙীন পোষাকে  
কোকতায় মুহু মলয়ার ছন্দে  
সবুজ মাঠের সবুজ ধান্যের মত বাহুলতার  
তুমুর দিগন্ত পানে বাজান খাতার বাঁশীর সুরে



আমার কাঁধে হাত বেঁধেছিল  
আমাকে ভাবিয়েছিল নয়নে নয়ন বেঁধে  
নিঃখোখংএর চন্দ্রসখী ।

সখী ! কোন মহানুভবে শা মকে দেখেছিলাম বদন্তসার  
জীবনের অর্থ কি ? কাজ কাবের ।  
ভালবাসার মানে কি ? মিথ্যা মাতা ?  
মুক্তও অবকাশ নাই করে পড়া মল্লিকার দিকে ভাড়াবার  
প্রভাতের ঝরা বকুল পড়েনি মাথার উপর পুষ্পবৃষ্টিময়  
তথাপিও গহনবাতে, অন্ধকার আকাণের নীচে,  
নখোল নদীর কমণীর ও ললিত ছন্দে  
কাছে এসেছিল প্রদীপ শিখার মত উজ্জ্বল দৃষ্টিতে  
অশরীরী আত্মার পাখার শব্দে  
সমস্ত শরীরের লোম দাঁড় করিয়ে  
কোকিলের কণ্ঠকে পরাভিত করে  
কণিক জড়িয়েছিল আমাকে নিঃখোখংএর চন্দ্রসখী ।



## চল আমরা দু'জনা কোথাও

চল, আমরা দু'জনে কোথাও যাই কোথাও  
ভ্যোৎস্না সমুদ্রের উপর যেখানে কোন নাবিক পৌঁছতে পারেনা  
কেহই দেখবেনা, শুনবেনা, জানবেনা—  
শুধু চল, শুধু চল, প্রশ্ন করনা—কেন ?  
ধ্বজ-ধৃত কালের প্রতিজ্ঞা একই বৃত্তের দু'টি ফুল  
আমার নহে, আমার নহে ।  
আমার ভালবাসা যে গুপ্তচর  
মহাদেবের সম্মুখে পরাজিত পলায়নরত কামদেব  
হস্তীপদে ভড়িত খাম্বার অবয়ব ।  
দুঃস্বপ্নের সভায় মুখ আচ্ছাদিত দগুন্নমান লকুন্তলা ।  
জানি হে জানি, সেদিন তুমি  
আমার বস্ত্র ধরে টেনে রেখ নাই,  
হতে পারিনি তোমার ঘোড়শওয়ার যুবক,  
বলি নাই কোন কিছু, তোমার স্বপ্নিল সান্নিধ্যে,  
করি নাই কোন এক অর্ধপূর্ণ ঙ্গিত  
লোক্যাক হৃদয়ের ভীরে ধমংখালের মুখে ।  
প্রিয়তমে তুমি জান নিশ্চয়, আমার হৃদয়ের ভাষা,  
শুনেছ নিশ্চয় তুমি ফুলের আর্জনাৎ, বসন্তের বিলাপ ধ্বনি,  
দেখেছত কুরাশায় ঢাকা শরভের পূর্ণিমাকে  
এসো প্রিয়া, কাছে আমার, ধর হাত সানন্দে  
হায় ! কেন সরে যাও প্রিয়া ?

তোমার কৃষ্ণকেশের লাবণ্য দেখিছি কি বারবার  
 ত্রিভুবন ভুলানো তোমার কেশের কাল্পিত্তে  
 ঢেকে দাও আমাকে প্রিয়তমা— অঙ্গ করে দাও তামাকে ।  
 দেখেছি কি হাতের ফুলটিকে ?  
 ধরতে যদি না চাও, কাছে এসো, খোঁপায় গুঁতে দেই ।  
 তুমিত জাননা প্রিয়া,  
 কেন অশ্রুঝারা শরীরে জ্যোৎস্না  
 কেন আতঙ্কিত হই করে যাওয়া বসন্তের মালিকা দেখে ?  
 কেন বেদনার ভাবাক্রান্ত হই কাল মেঘ দেখে, আকাশে  
 তুমি দেখবেনা, তুমি শুনবেনা আমার স্তব হারানো গান  
 অপ্রকাশিত পদকেপ, অবিচ্ছেদ্য প্রবতারার ছন্দ ।  
 ভাবাবহীন অনন্ত প্রণয়ের মকবলুকার কায়া  
 সেও তুমি জানবেনা, শুনবেনা ।  
 কিন্তু তুমি চেয়ে আছি অপলক দৃষ্টিতে  
 শূণ্য আকাশের নীলিমায়, শূণ্য আকাশের পানে ।  
 দেখবে কি তুমি একটাবাবের মত—,  
 আমার ক্রান্ত দৃষ্টিকে, আলোকহীন মুখোচ্ছবিকি  
 জ্যোৎস্না সমুদ্রের তরঙ্গে চল আমরা কোথাও  
 ভেসে যাই, একান্তে দুজনায়— ।  
 প্রশ্ন করনা কেন ? কোথায় ?  
 শুধু ভেসে যাই সেখানে কোন নাবিক পৌঁছতে পারেনা  
 কেউ শুনবেনা, কেউ দেখবেনা. কেউ জানবেনা ।

শৌগাইজম ব্রজেশ্বর সিংহ

## আলোর অভাবে

অদূরের হাইকোর্টের গম্বুজে  
আমাদের ধ্বজাটি উড়ছে।

ঘরের ভিতর বিছানো শয্যাগুলি  
এলোমেলো। শ্মশানের ধূয়াগুলিকে  
ভীত সম্মুখে প্রণাম জানাই।

হেপিলজের চারতলার সেই দৃশ্যপটে  
বাঁধানো সিঁড়ির অন্ধকার পথে  
বিবসনা রমণী আমার হাত ধরে বলল,  
চল এই অন্ধকার কক্ষে,  
সাথে সাথে ঘরের ভিতর এলোমেলো শয্যাগুলি  
নেচে উঠল।

একটু নেমে যাই,  
নেমে গিয়ে দেখি—

গলাকাটা সবুজ ঘাসগুলি  
আকাশের দিকে পিঠ করে শুয়ে আছে,  
বুকে হাত রেখে, অস্ত্র হাত ইঙ্গিত করছে কাহার পাণে  
ভারা যে শুধু তার মৃত্যুর কারণ।

## বাহাঙ্গর

বড় অঙ্ককার মনে হয়—শ্বেতনের এই ধারটুকু  
লাশকাটা লাইনের ধারে, চলে অবিরাম গুডস্ ট্রেন  
ছেড়ে চলে যায়, এই শ্বেতন ।

ওপাশে যাত্রীরা টিকেট কিনছে,

আর ভাবছে ট্রেনের উপরে উঠে  
স্নেহাস্পন্দ স্বজন পরিজনের কথা,  
ছিন্ন বিচ্ছিন্ন শব্দের টুকরো টুকরো কান্না  
সেই অঙ্ককারে কারা যেন বলছে  
বুক নেই  
কাহারও নিতন্ব  
আবার কাহারও নেই হাত ।

সব অঙ্ককার ভেদ করে ভেসে আসে  
এক ক্ষীণ আওয়াজ

যি এয়োরার অব পিক্ পকেট ।

ট্রেনের ধুলি মাখা ধূসর দেওয়ালে

সেই সব লেখাগুলিকেও আলোর অভাবে

আর পড়া গেল না ।

## আমার মুক্তকথা

ইতিহাসের যাত্রাপথে, পৃথিবীর বহুস্থানে গিয়েছিলাম ।  
 বুকের রক্ত দিয়ে ও প্রাণ দিতে চেয়েছিলাম  
 মুমূর্ষু স্বাধীনতাকে পলাশীর প্রাস্তরে ।  
 ভগ্নস্বয়ং নবাব সিরাজ উদ্দৌলার  
 মুক্তাখচিত সেই মুকুট খুলি লাহিত হয়েছিল  
 পলাশীর আত্মকাননে লোকচক্ষুর অন্তরালে ।  
 দেখবি যদি আর নবাবের কল্পিত ছায়া,  
 সেদিন শিশির বিন্দুপাতের শব্দ ছিলনা,  
 শুধু শুকনো পাতার মর্ম্মর ধ্বনি যেন  
 অস্ত্রে বনু বনের মত আত্মকাননের স্তব্ধতা ভেঙেছিল ।  
 ইতিহাস তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হ'ল ।  
 স্বাধীনতার মোহনায় ইংরেজ বদীপে  
 ভারতীয় ছ'টি ধারা ভারত ও পাকিস্তান  
 হারাল কালের মহাসমুদ্রে খণ্ডিত হয়ে ।

[২]

কত জায়গায় গিয়েছি—চলার বিরক্ত নাই  
 হিমালয়ের পাদদেশ থেকে কক্সবাজারী +  
 দেখেছি শাহজাহানহীন কল্ল দ্বিধি কাক্সমহল-  
 দেখেছি প্রেমের মৃত্যু বেঁচেয়ে গুণ্ডার  
 দেবে 'ছ ডাকাতেই দল বেহের মুটুরাজ  
 তাই তারা দাঁড়াতে পারেনি মর্ম্মর তাহাজ্জ মনামি হারায়

[৩]

জ্যোৎস্না প্রাবিত রজনীর নর্জনভায়  
 সবুজ ঘাসের উপর চেটে হ আমি একা  
 ইতিহাসের গতিপথে সূমেরু থেকে কুমেরু পর্যন্ত ।  
 সম্মুখে দেখেছি আমি রক্তের স্রোত  
 দেখেছি অশ্রুস্নাত বিধবা অনেক  
 প্রিয়জন বিচ্ছেদের সেই অশ্রু জাহ্নবীতে  
 আমার তীর্থ ভূমি বৌদ্ধগয়া  
 আমার মজির স্থান চলার শেষ ।

:—:

## তোমার সান্নিধ্য

ভূমি যদি ছরার খুলো  
 আমাকে ডেকো কিন্তু ।  
 আমি ও বাহির হব  
 ছরার খুলে সানন্দে  
 তোমার সান্নিধ্য লাভের জন্য ।  
 কিন্তু তোমার সান্নিধ্যের পূর্বে  
 মিশে যাব আমি  
 এ দেশেরই মাটির সাথে  
 তোমার পদধ্বনি শুনার জন্য  
 আর দেখব মাটির গন্ধ আছে কি ?  
 যদি কোন প্রতিবাদ না থাকে মাটির,  
 না হয়, তোমার সাথে হাটব পাশাপাশি ।  
 কোন বিধা থাকবেনা সাথে ।



## জীবন

এই যুদ্ধের তালে আমি ও নাচতে পারি  
 তার পর সন্মান ? সেত এক সহজ প্রশ্ন ।  
 নতুন স্কুটারে চাপতেই আমার প্রাচীন মনটাও  
 যেন নতুন কাণ্ডের আগুনে ভন্ ভন্ ঘুরছে  
 আর নিমিষেই উধাও হ'ল দিশেহারা ।  
 কিন্তু এইটুকু বলেছিল ; জীবনের গন্ধ আছে এখানেও  
 তবু ও প্রশ্নটির জবাবের জন্ত কিরে ও তাকায়নি ।  
 এই বাজারের কোলাহলে আমি ও শিস্ দিতে পারি ।  
 যেটা কেনা ? মস্ত জনতার চোখে পা রেখে  
 আমি ও হাঁকতে পারি দাম কত ?  
 মস্তপ শিল্পটিকে নিয়ে যেতে পারি, যেথা খুশী  
 গ্রামের পথে পার্লামেন্টে রাজধানীতে  
 যদি বিহঙ্গটি মুখ তুলে না জানায় পালকের কথা ।  
 প্রশ্নটির উত্তর না দিয়ে, উত্তর পেটটা ঠেলে বলল,  
 ডমটা খারাপ, বিকৃত মুখে ।

— :: —

## শিক্ষা = নিরীহওনেও

জানিনা কত বিনিয়ন্ত্রিত রক্তনীর সাধনার কলে  
 বিধাতার অপূর্ব পরামর্শে  
 জরাসন্ধ পুরুষটাকে ত্রী জরাসন্ধ করল,  
 একটি ক্ষুদ্র আশার পরবশ হয়ে ।

কিস্ত হায়! সহস্র প্রেমিক তার  
 বস্তার বেগে ছুটে এল চারিদিক বেধে;  
 আর প্রতিযোগিতার মত্ত হয়ে  
 চূষনের পর চূষন একে দিল প্রিয়াকে ॥  
 মানুষের পরম প্রভুর বিস্কির অকুণ্ঠী রেখা,  
 ফুটে উঠে গভীর ললাটে কড়ের পূর্ববাহু হ্রম  
 তারপর ছুটি পাকৈ ধরে পরম ক্রোধে  
 বিখণ্ডিত করল জরায়ু অপরবর্তী-ক  
 কিস্ত হায়। তাঁর দিক্ জননে প্রায়ের কোন পরিবর্তন ঘটেনি  
 তারপর তার সহস্র শ্রেণিকের  
 ভালবাসার উপহার স্বরূপ  
 বেরিয়ে এল সহস্র অর্যসদ সন্তান।  
 এই অপূর্ব পরিস্থিতির উৎস-স্বী জরাসন্ধ  
 বিজ্ঞপের সব্ব হান্নিতে বলল,  
 বিধাতা কেমন আশঙ্ক, তোমার এ ব্যর্থতায়?

